রাষ্ট্র
সংঘের
খাদ্য ও
কৃষি
সংস্থা

মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল আহরণের আচরনবিধি কি ?

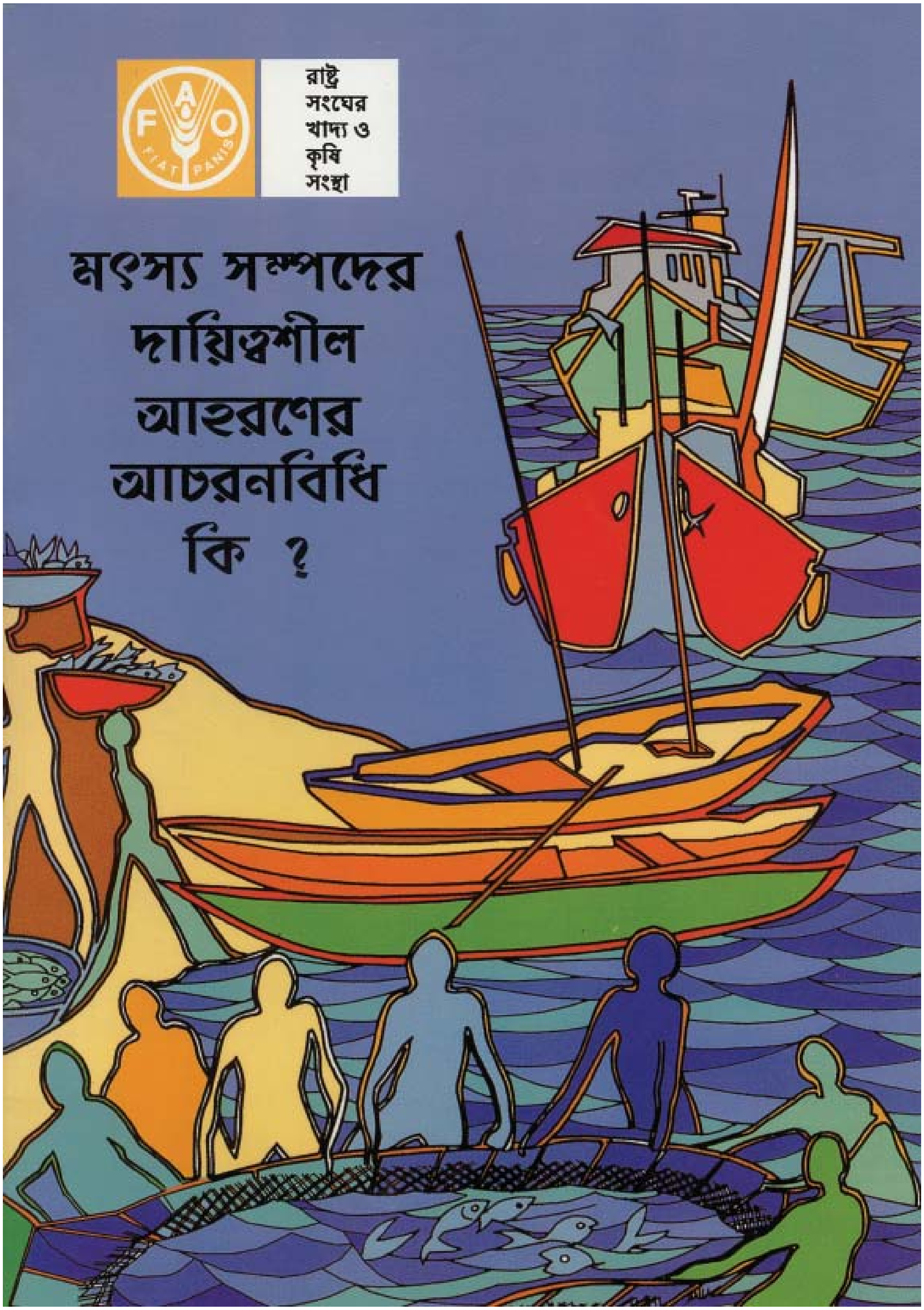

মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল আহরণের আচরনবিধি কি ?

রাষ্ট্র সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
রোম, ২০০১

এই তথ্য পুস্তিকায় প্রদত্ত সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কোনো দেশ, সীমানা, নগর বা অঞ্চল বা তার সার্বভৌমত্বের আইনগত মর্যাদা বিষয়ে বা ঐ দেশের সীমান্ত বা সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করছে না বা মতামত প্রকাশ করছে না।

ISBN 92-5-104541-0

সমস্ত স্বত্ত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা বা অন্যান্য অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই তথ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তুর পুনর্প্রকাশ ও প্রচার গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর কাছ থেকে লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই আইনসম্মত বলে গণ্য হবে। পুনর্বিক্রয় বা অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই তথ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তুর পুনর্প্রকাশ গ্রন্থসত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। ত্ররূপ অনুমোদনের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ.এ.ও.) তথ্য বিভাগের প্রকাশন ও মাল্টি মিডিয়া পরিষেবার প্রধানের সঙ্গে ভিয়েলে দেল্লে তার্মে দ্য কারাকাল্লা, ০০১০০ রোম, ইতালি এই ঠিকানায় অথবা copyright@fao.org এই e-mail ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

© এফ.এ.ও ২০০১

মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল আহরণের আচরণবিধি কি ?

ফিসারিজ তথা মৎস্য ভান্ডারের পরিচালন, ধরা, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ এবং এ্যাকোয়াকালচার বা জলজপ্রাণী চাষ তথা জলকৃষি পৃথিবীব্যাপী মানুষের খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ ছাড়াও এই ফিসারিজ ও জলজ প্রাণীর চাষ নানাভাবে কর্ম সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উপার্জন এবং বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের জীবন ধারণের জন্য এই মাছের উপর নির্ভর করে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশ্ব-মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিচালনে সাহায্য করা।

এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই রাষ্ট্র সংঘের অধীনস্থ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ-এ-ও) ১৭০ জনেরও বেশি সদস্য মিলে ১৯৯৫ সালে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের এই আচরণবিধি গ্রহণ করে। এই আচরণবিধি বাধ্যতামূলক নয় বরঞ্চ স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং মাছ চাষের সঙ্গে সরাসরি বা অন্য ভাবে যুক্ত, তা সে অন্তর্দেশীয় বা সামুদ্রিক, যাই হোক না কেন, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই এই আচরণবিধি রচিত। যেহেতু এই বিধি স্বেচ্ছাসেবামূলক তাই এটা নিশ্চিত করা দরকার যে, মৎস্য কার্যের (ফিসারিজ) এবং জলজ প্রাণী চাষের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধরণের মানুষ যাতে এই বিধির নীতি ও লক্ষ্যের প্রতি অনুগত হয় এবং তার রূপায়ণের জন্য সমস্ত রকমের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়।

এই আচরণবিধি যা কিনা কিছু নীতি, লক্ষ্য ও কাজের উপাদানের সংগ্রহ বা একত্রীকরণ, তা বিস্তৃত ভাবে করতে দু-বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ-এ-ও) সদস্য, আন্তঃসরকারী সংস্থা, মৎস্য শিল্প এবং বেসরকারি সংস্থার সদস্যরা মিলে দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রম করে এই বিধির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে সমর্থ হয়েছিল। তাই এই বিধিকে মাছ ও জলজ প্রাণী চাষের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফল বলা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধিকে বিভিন্ন ধরণের মৎস্য কার্য (ফিসারিজ) ও জলজ প্রাণী চাষ (এ্যাকোয়াকালচার) সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক ঐকমত্য বা চুক্তি বলা যেতে পারে।

সরকারের তাই দায়িত্ব হল, দেশের মৎস্যশিল্প ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত সকলের সহযোগিতায় এই বিধির রূপায়ণ করা। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কাজ হল সরকারের এই কাজে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, কিন্তু খাদ্য

ও কৃষি সংস্থার কখনোই সরাসরি এই বিধি রূপায়ণের দায়িত্ব থাকবে না, কারণ জাতীয় মৎস্য নীতির উন্নয়ন ও রূপায়ণে এর (এফ-এ-ও) কোনো দায়িত্ব নেই। এটা সম্পূর্ণ ভাবে সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এই বিধির রূপায়ণ কার্যকরী ভাবে করা যায় যদি রাষ্ট্র, তার জাতীয় মৎস্য নীতি ও আইন প্রণয়ণের সময়, এই বিধির নীতি ও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলোকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই জাতীয় মৎস্য নীতি ও আইনে যাতে সর্বক্ষেত্রের সমর্থন স্বেচ্ছামূলক ভূমিকা থাকে, তার জন্য সরকারের বা রাষ্ট্রের উচিত, এই নীতি ও আইন প্রণয়নের সময়, মৎস্য সংক্রান্ত সর্বক্ষেত্রের গোষ্ঠী ও শিল্পের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া। এ ছাড়াও রাষ্ট্র বা সরকারের উচিত মৎস্য সম্প্রদায় ও শিল্পকে তাঁদের জন্য সুষ্ট কাজকর্মের বিধি তৈরিতে উৎসাহিত করা, যা কিনা, এই আচরণ বিধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই সুষ্ট কাজকর্মের বিধিই হচ্ছে এই আচরণ বিধি রূপায়ণের অন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি।

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব সহজ ভাবে, অপ্রায়োগিক ভাবে এই আচরণ বিধির বিশেষ কতগুলি বিষয়ের আলোচনা করা। আশা করা যায়, এই তথ্য জনগণকে এই বিধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন করবে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করবে এই বিধিবে সমস্ত মৎস্য ক্ষেত্রে ও জলজ প্রাণী চাষে প্রয়োগ বা রূপায়ণ করতে, তা সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, যে ধরণেরই হোক না কেন। এই পুস্তিকা, আচরণ বিধির কোনো প্রতিশর্ত নয়, বরং সহসভাবে, এ সম্বন্ধীয় তথ্যকে জানতে বুঝতে সাহায্য করবে।

এই বিধি খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক ৫টি বিভিন্ন সরকারি ভাষায় তথা আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফারসি ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্র বা সরকার, শিল্প ও অন্যান্য সংস্থা, এই বিধির বেসরকারি অনুবাদ অন্যান্য ভাষায় যথা : আরবি, ক্রোয়েশিয়, এস্তোনিও, ফারসি, জার্মান, আইসল্যান্ডিক, ইন্দোনেশীয়, ইটালিয়ান, জাপানি, রুশ, সিংহলি, স্লোভেনিয়, তামিল, থাই এবং টাইগ্রিনা ভাষায় অনুবাদ করেছে। এসবের কোনো মূল গ্রন্থাংশ এফ-এ-ও, মৎস্য বিভাগের ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যাঁরা এই আচরণ বিধি সম্বন্ধে আরো বেশি জানতে ইচ্ছুক এবং এর একটা সংখ্যা পেতে চান, তাঁরা ইন্টারনেটে এফ-এ-ও ওয়েবসাইটে তা দেখতে পেতে পারেন। এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল :
http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.asp.

যদি কারো ইন্টারনেট সংযোগ না থাকে, তিনি নিচের ঠিকানায় যোগাগোগ করতে পারেন :

চিফ অফ সার্ভিস
এফ আই পি এল / মৎস্য বিভাগ
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
ভিয়েলে দেল্লে
তার্মে দ্য কারাকাল্ল - ০০১০০
রোম, ইতালি

এই আবেদনের সময় কোন ভাষায় তা পেতে চান যথা : আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফারসি অথবা স্প্যানিশ তা উল্লেখ করতে হবে।

পশ্চাদ্‌পট

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যতটা সম্ভব বেশি মৎস্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আচরন বিধি জোর দেয়, যাতে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য যাঁরা মৎস্য কার্য ও জলজ প্রাণী চাষের সঙ্গে যুক্ত, সবাই মৎস্য সম্পদ এবং তাঁদের বাসস্থানের রক্ষা ও পরিচালনের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করে। মৎস্য কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের উচিত, মৎস্য ভান্ডারের মাত্রা এমন ভাবে বজায় রাখা বা তা পুন:সংস্থাপন করা, যাতে এই মৎস্য ভান্ডার থেকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ বোঝানোর জন্য অনেক সময় সর্ব্বাধিক স্থিতিশীল উৎপাদন বলা হয়। অর্থাৎ, এ জন্য রাষ্ট্রের মাছ ধরা বা আহরণ এবং সেই সম্বন্ধীয় নীতি এমন ভাবে প্রণয়ণ করতে হবে, যাতে করে মৎস্য সম্পদকে দীর্ঘকাল যাবৎ স্থিতিশীল ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং যার ফলস্বরূপ সম্পদ সংরক্ষণ, ধারাবাহিক ভাবে খাদ্য সরবরাহ এবং মৎস্যচাষী সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য দূরীকরণে এই মৎস্য সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

অর্থাৎ, এই আচরণ বিধির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপুঞ্জকে মৎস্য কাজ ও জলজ প্রাণী চাষকে উন্নত বা সংশোধিত করতে সহায়তা করা যাতে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, সঠিক ভাবে সুষ্ট মৎস নীতি তৈরি করতে গেলে অর্থ, ব্যুৎপত্তি, এবং অভিজ্ঞতার দরকার, যা বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের

থাকে না এবং বিশেষত কম উন্নত দেশ এবং ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলির তো থাকেই না। এই বিধি আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা এফ-এ-ও কে উৎসাহিত করে, যাতে এফ-এ-ও এই ধরণের দেশগুলিকে তাঁদের জাতীয় সামর্থ্যের উন্নতি এবং তাঁদের পারদর্শিতার উন্নয়নে সাহায্য করে, যাতে তাঁদের মৎস্য কার্য ও জলজপ্রাণী চাষে উন্নতি ঘটে।

এই বিধিতে বলা আছে কিভবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মৎস্য সম্বন্ধীয় কাজ পরিচালন করা উচিত, এবং কিভাবে মাছ ধরার কাজ করা উচিত। এ ছাড়া এই বিধিতে বলা আছে কিভাবে জলজপ্রাণী চাষের উন্নয়ন করা যায়, কিভাবে মৎস্য কার্য অন্যান্য উপকূলবর্তী কার্যাদি, প্রক্রিয়াকরণ ও মাছ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত করা যায়। মৎস্য কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব এখানে বিশেষ ভাবে বলা আছে।

এই বিধিতে, মৎস্যজীবী বিভিন্ন শিল্প ও রাষ্ট্র কিভাবে এই আচরণবিধি রূপায়ণ করবে বা কি কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে তা বলা নেই। এই কারণে এফ-এ-ও বিভিন্ন বিষয় সাপেক্ষে বিস্তৃত সহায়িকা তৈরি করছে, যা এই বিধি রূপায়ণে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এই সহায়িকার উদ্দেশ্য হল, মৎস্যজীবী, শিল্প এবং মৎস্যচাষ পরিচালকদের কার্যকরী এবং কারিগরি সাহায্য করা, যাতে তাঁরা এই বিধি রূপায়ণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং বিধির রচনার ক্ষেত্রে যা অভিপ্রেত ছিল।

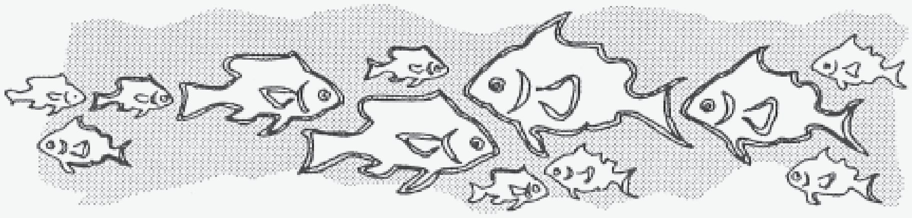

মৎস্য কাজ পরিচালন

এই বিধি জোরের সঙ্গে বলতে চায় যেনো প্রত্যেক দেশের নিজ নিজ মৎস্য কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্বচ্ছ এবং সু-সংগঠিত মৎস্য নীতি থাকা দরকার। সমস্ত ধরণের গোষ্ঠীর, যাদের মৎস্য কাজে স্বার্থ রয়েছে, তথা মৎস্য শিল্প, মৎস্য কর্মী, পরিবেশ সংক্রান্ত গোষ্ঠী এবং অন্যান্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহযোগিতায় এই নীতিগুলি তৈরি করা দরকার।

যে ক্ষেত্রে, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন, যেহেতু, এই সমস্ত মৎস্য সম্পদ অন্যান্য দেশের মধ্যে বিস্তৃত বিভক্ত, সে ক্ষেত্রে নতুন আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থা সংগঠন তৈরি করতে হবে অথবা চালু সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। এই ভাবে যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে, সেটাই হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র সঠিক পথ, যে বিষয়টা এই পুস্তিকার আগের অধ্যায়ে বলা আছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্দেশীয় সহযোগিতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে আরো বলা আছে।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মৎস্য শিল্প সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা স্বচ্ছ মৎস্য পরিচালন এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে কাজ করে থাকে যাতে করে মৎস্য কার্যের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের, কি নিয়ম-নীতি মানা দরকার সে সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে।

এটা নিশ্চিত হওয়া দরকার যে মৎস্য কার্য যেন এমন ভাবে পরিচালিত হয় যাতে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নঞর্থক প্রভাব যথাসম্ভব কম হয়, বর্জ্য পদার্থ কম হয়, এবং মাছ ধরার সময় যে গুণমান থাকে, তা পরবর্তীকালেও যথা সম্ভব রক্ষা করা যায়। মৎস্যজীবীরা যেন অবশ্যই তাঁদের মাছ ধরার হিসাব রাখে। রাষ্ট্রের যেন এই নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার জন্য যথাযথ বিধান থাকে। নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি হিসাবে দন্ড বা যেখানে নিয়মভঙ্গের মাত্রা সাংঘাতিক, সেক্ষেত্রে মাছ ধরার অনুমতিপত্র বাতিল করা যেতে পারে।

মৎস্য নীতি প্রণয়ণের সময় বিভিন্ন ধরণের বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে, অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে, মাছের খরচ ও উপকারিতা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব অন্যতম।

এই নীতি প্রণয়নের সময়, রাষ্ট্রের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ লভ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যবহার করা এবং যেখানে এর প্রয়োজন যথাযথ সেখানে ঐতিহ্যগতভাবে মাছ ধরার পদ্ধতি ও জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া। যথেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব থাকলে রাষ্ট্রের উচিত খুবই সাবধানতার সাথে মাছ ধরার সীমারেখা নির্ণয় করা।

মৎস্য শিকারের সঙ্গে যুক্ত সব ধরণের মানুষ বা সংগঠনকে মৎস্য শিকার বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিনিময় করার জন্য উৎসাহিত করা দরকার। মৎস্য কাজের উপর নির্ভর করে যে সমস্ত স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়,

তাদের প্রয়োজনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। রাষ্ট্রের উচিত মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদেরকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা, যাতে তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য মৎস্য কাজকে স্থিতিশীল করার নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণের জন্য মৎস্য শিকারের যে ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক পদ্ধতি চালু আছে, যেমন ডিনামাইট ব্যবহার করা, বিষ প্রয়োগ করা ইত্যাদি - সমস্ত দেশেই সেসব বন্ধ করতে হবে।

রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে শুধুমাত্র মৎস্য যানগুলিকেই মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়। এই মৎস্য যানগুলি দায়িত্বশীল ভাবে, স্বীয় দেশের সেই সংক্রান্ত নিয়ম নীতি, নিয়ন্ত্রন বিধি বা আইন মেনে মাছ ধরবে।

মাত্রতিরিক্ত মাছ ধরা এড়াবার জন্য মৎস্য যানগুলির বা নৌকাগুলির আকার খুব বড় হওয়া উচিত নয়, যাতে মাছের স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় থাকে। এছাড়া কোনো নতুন মাছ ধরার যন্ত্র, জাল ইত্যাদি ব্যবহারের আগে পরিবেশের উপর (যথা প্রবাল-প্রাচীরের উপর প্রভাব) তার প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার, যাতে বর্জ্য কম হয় এবং ধরার সময় পালিয়ে যাওয়া মাছেদের বেঁচে থাকার হার সবচেয়ে বেশি হয়। মাছ ধরার সরঞ্জাম এমন হওয়া উচিত যাতে অপ্রয়োজনীয় মাছ বা আনুষঙ্গিক বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী কম ধরা পড়ে। মাছ ধরার সরঞ্জাম বা মাছ ধরার পদ্ধতি যেখানে বাছাই করা হয় বা তা যখন উচ্চ হারে বর্জ্য সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই সমস্ত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মৎস্যযান বা নৌকা সরবরাহ ও কেনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেগুলি থেকে সবচেয়ে কম বর্জ্য এবং আবর্জনা সৃষ্টি হয়। মৎস্যযানের বা নৌকার মালিক ও চালকদের নিশ্চিত করতে হবে যে, যাননির্গত বর্জ্য যেন বড় রকমের কোনো দূষণ সৃষ্টি না করে।

বাতাসের গুণমান বজায় রাখার জন্য, রাষ্ট্রের উচিত এ সংক্রান্ত সহায়িকা নির্দেশনামা তৈরি করা, যাতে বিপদজনক গ্যাস নির্গমন এবং কিছু কিছু মৎস্যযানের শীতলীকরণ যন্ত্রে প্রাপ্ত ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধক উপাদানের নির্গমন কমান যায়।

গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বসতি যথা জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, রিফ, এবং লেগুন - এদেরকে ধ্বংস এবং দূষণের হাত থেকে বাঁচানো দরকার। যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মৎস্য সম্পদের ক্ষতি সাধণ করে, রাষ্ট্রের উচিত সেক্ষেত্রে, জরুরি ভিত্তিতে, যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেরকম সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ফ্ল্যাগ বা পতাকা দেশসমূহ

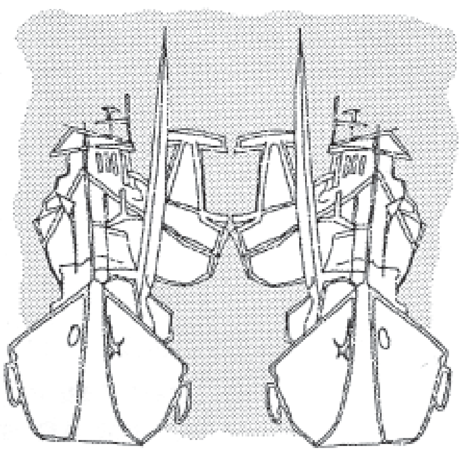

যে সমস্ত রাষ্ট্রের মৎস্যযান বা বড়যান্ত্রিক-নৌকা আছে এবং যাঁরা তাঁদের দেশের জলসীমার বাইরেও মাছ ধরে, সেই সকল দেশের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই সমস্ত মৎস্য যানগুলিকে এই সংক্রান্ত যথাযথ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকেই শুধু মাছ ধরার অনুমোদন দেওয়া হবে। রাষ্ট্রের উচিত, যে সমস্ত জলযান দেশের জলসীমার বাইরে মাছ ধরে, তাঁদের যথাযথ তালিকা রাখা।

ফ্ল্যাগ দেশসমূহ (অর্থাৎ, যে সকল দেশ কোন মৎস্য ধরার যানকে ফ্ল্যাগ বা পতাকা দেয়) কে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাঁদের মৎস্য যানগুলি নিরাপদ এবং তাঁদের বীমা রয়েছে। এছাড়াও মৎস্য যান এবং মাছ ধরার সরঞ্জামগুলিকে যথাযথভাবে সেই দেশের বা আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে চিহ্নিত করতে হবে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে, বিশেষত তাতে যদি কোন বিদেশি নাগরিক জড়িত থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেই দেশকে দেশসমূহকে এই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

বন্দর রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের উচিত সেই ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা, যেমন কোন বিদেশি মৎস্য যান সেই রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ করলে তাকে পরীক্ষা করা। এর ব্যতিক্রম সেই ক্ষেত্রে হবে যখন কোন মৎস্য যান জরুরি প্রয়োজনে বন্দরে রয়েছে, এটি সুনিশ্চিত করার জন্য যে সেই মৎস্য যান সহকারে মৎস্য শিকার করেছে। বন্দর রাষ্ট্রের উচিত, সেই দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করা, যেখানে এই মৎস্য যান নথিভুক্ত (পতাকা সরবরাহকারী দেশ) এবং এই রাষ্ট্র এই মৎস্য যান কর্তৃক সম্ভাব্য নিয়ম ভঙ্গের তদন্তের প্রয়োজনে, বন্দর রাষ্ট্রকে অনুরোধ করবে।

মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণকেন্দ্রগুলি মৎস্য যানের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়া দরকার। এই ধরণের বন্দরগুলিতে মৎস্যযান সারানো সংক্রান্ত পরিষেবা, মাছ বিক্রেতা এবং ক্রেতা প্রভৃতি পরিষেবা থাকা দরকার। মিষ্টি জলের সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বর্জ্য বস্তু নিক্ষেপ প্রভৃতির ব্যবস্থাদি থাকা দরকার।

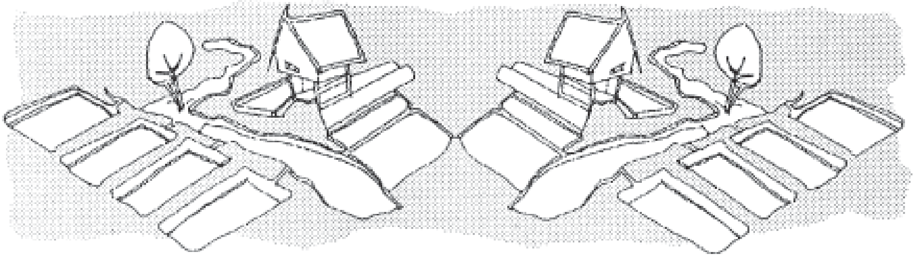

জলজ প্রাণী চাষের উন্নয়ন

জলজ প্রাণী চাষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক লক্ষ্য হবে একদিকে তাঁদের জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং প্রাকৃতিক মৎস্যকূলের উপর পালিত মাছের নেতিবাচক প্রভাব যত দূর সম্ভব কমানো আর অন্য দিকে মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে মাছের সরবরাহ বাড়ানো।

সম্পদ, যথা জল, কূল, অথবা সংলগ্ন জমি কখনো একাধিক ব্যবহারকারী কাজে লাগায় বা ব্যবহার করে অথবা অন্য ভাবে বলা যায় একই সম্পদ বিভিন্ন কাজের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হয়, এমন সব ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই সম্পদ ব্যবহারের দ্বন্দ্ব পরিহার করার জন্য, রাষ্ট্রের উচিত সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে, সম্পদের সঠিক ভাবে ব্যবহার ও বন্টন সুনিশ্চিত করা যায়।

রাষ্ট্রের উচিত সেই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে করে কোন জল সম্পদে জলজ প্রাণী চাষের উন্নয়নে যেন স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন ধারণের জন্য সেই জল সম্পদ-এ তাঁদের ব্যবহার-অধিকার এবং জল সম্পদের উৎপাদনশীলতার উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। পরিবেশের উপর জলজ প্রাণী চাষের প্রভাব তদারকি ও পরিমাপ করার জন্য রাষ্ট্রের উচিত যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। এ ছাড়া মাছপালনের ক্ষেত্রে কি ধরণের খাবার ও সার ব্যবহার করা হচ্ছে তারও তদারকি করা দরকার। মাছের রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ ও রাসায়নিক যথাসম্ভব কম করতে হবে কারণ এদের সবারই পরিবেশের

ওপর নেতিবাচক প্রভাব আছে। জলজ প্রাণীজাত পণ্যও যাতে নিরাপদ ও গুণমান মেনে তৈরি হয় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

যে ক্ষেত্রে মাছ চাষের পরিধি সেই দেশের জলসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে নতুন কোন ভিনদেশি মাছ প্রচলন করার আগে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। নতুন প্রজাতির মাছেদের থেকে রোগের সম্ভাবনা কমানোর লক্ষ্যে, রাষ্ট্রের উচিত জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতির প্রচলন এবং স্থানান্তরের জন্য ঐক্যমত্যের ভিত্তিকে এ সম্বন্ধে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করা। জলজ প্রাণী চাষের প্রকল্প পরিকল্পনা করার সময় রাষ্ট্র এবং শিল্পের উচিত, সেই ধরণের প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা যাতে করে বিপন্ন প্রজাতির (সেই সমস্ত মাছ, যে গুলোর জন্য যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে) মৎস্যকূলের পুনর্স্থাপন ও এই সমস্ত মাছের আরো বেশি পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

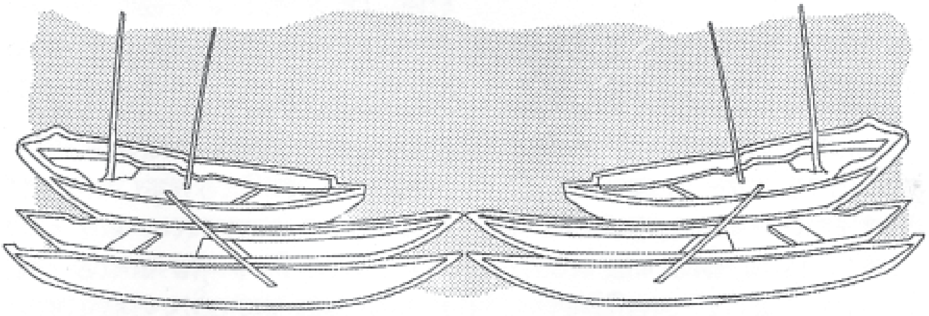

উপকূলবর্তী এলাকা পরিচালন ব্যবস্থার সাথে মৎস্য কাজের সমন্বয় সাধন

কোনো উপকূলবর্তী সম্পদ (যথা: জল, সংলগ্ন জমি প্রভৃতি) কিভাবে ব্যবহৃত হবে, বা সেই সমস্ত সম্পদ, এলাকার মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য মানুষজন কিভাবে ব্যাবহার করবে, তাঁদের বসবাস করার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি এবং এ সম্পর্কে তাঁদের মতামতকে পরিকল্পনা রূপায়ণ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

যে ক্ষেত্রে উপকূলবর্তী এলাকা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের মধ্যে মাছ ধরার বিষয়টি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহার করা যায় এবং যদি বা কখনো দেখা দেয়, তা যেন প্রতিষ্ঠিত সঠিক নিয়ম-নীতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যায়। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের উচিত, প্রতিবেশী উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করা, যাতে করে উপকূলবর্তী সম্পদের সংরক্ষণ ও সঠিক পরিচালন নিশ্চিত করা যায়।

মাছ ধরার পরবর্তী কাজকর্ম ও ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতা

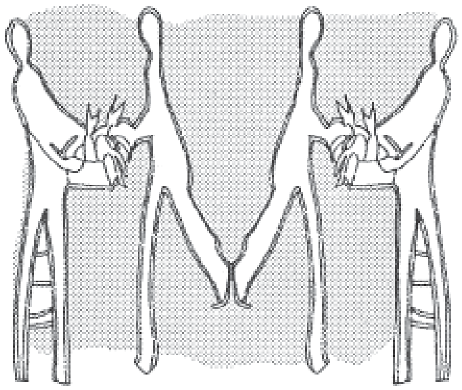

রাষ্ট্রের উচিত তার জনগণকে মাছ খাওয়ায় উৎসাহ দেওয়া এবং লক্ষ্য রাখা যে, মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্য যাতে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত হয়। মাছের গুণাগুণের যে সকল মাপকাঠি সরকারের পক্ষে তদারকি করা সম্ভব, তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ব্যবসায়িক জালিয়াতি (যথা: যে মাছ বা মৎস্যজাত দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া) বন্ধ করা যায়। এছাড়াও রাষ্ট্রের উচিত একে অন্যকে সহযোগিতা করা, যাতে করে একটা সাধারণ স্বাস্থ্যকর বিধি ও শংসাপত্র দেবার ব্যবস্থা চালু করা যায়।

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং গুদামজাত করার বিষয়গুলি যাতে পরিবেশগত ভাবে অনুকূল হয় (অর্থাৎ এই সমস্ত পদ্ধতিতে যেন পরিবেশের ওপর কোনো খারাপ প্রভাব না পড়ে), তা নিশ্চিত করতে হবে। মাছ ধরার পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতি এবং বর্জ্য যাতে কম হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, বাই-ক্যাচ (অর্থাৎ, যেগুলি মৎস্যজীবীরা সত্যি করে চায়না) যথাসম্ভব যাতে সদ্ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং জল ও শক্তি এবং কাঠ বিশেষ করে, যা মৎস্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে সতর্কভাবে পরিচালন করতে হবে। যেখানে সম্ভব, অধিক দামের দ্রব্য বা প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য তৈরিতে উৎসাহ দিতে হবে, কারণ এই সমস্ত দ্রব্যই মৎস্যজীবীদের বেশি দাম পেতে সাহায্য করবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য ব্যবসায় সংক্রান্তে আইন হবে খুব সহজ, পরিষ্কার এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাষ্ট্রকে তার নিয়মিত ব্যবস্থায় সংক্রান্ত আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং তৈরির সময়, মৎস্যজীবী, পরিবেশ সংক্রান্ত সংগঠন এবং উপভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। যখন কোনো রাষ্ট্র তাঁদের আইন এবং বিধির উন্নয়ন বা পরিবর্তন করবে, অন্য রাষ্ট্রকে তা জানান দরকার এবং তাঁদেরকে এই দেশের আমদানি রপতানি নীতির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করবার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন।

এটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক মৎস্য ব্যবসায়ে সরবাহকৃত মাছ যেন কোনো নি:শেষিত মৎস্য ভান্ডার (অর্থাৎ, যেখান থেকে অতিরিক্ত ভাবে মাছ ধরা হয়ে গেছে) থেকে ধরা না হয়, বা না নেওয়া হয়, এবং, রাষ্ট্র সমূহ বিপন্ন প্রজাতির মাছ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি মানার ব্যাপারে যেন সহযোগিতা করে।

মৎস্য গবেষণা

রাষ্ট্রের উচিত স্বীকার করা যে দায়িত্বপূর্ণ মৎস্য কার্য্য সংক্রান্ত নীতির জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ভীষণ প্রয়োজনীয়। সেইজন্য, রাষ্ট্রের উচিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তরুণ প্রযুক্তিবিদদের হাতে-কলমে শিক্ষার উপর উৎসাহ দেওয়া দরকার। প্রায়োগিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার উচিত রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষত অল্প উন্নত দেশসমূহ এবং ছোট উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে তাঁদের গবেষণা প্রকল্পে সহযোগিতা করা।

গবেষণা করার সময়, রাষ্ট্রের উচিত মাছেদের অবস্থা এবং বাসস্থানের তদারকি করা এবং লক্ষ্য রাখা এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত মাছেদের বসতির উপর এবং সাধারণ পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়েছে, সে সংক্রান্ত তথ্য সঠিক সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরণের গবেষণা সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন বা যেক্ষেত্রে কোনো দেশ নতুন মাছ ধরার সরঞ্জাম বা মাছ ধরার পদ্ধতির প্রচলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মৎস্য কার্যের সামাজিক ও বিপণনগত বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রের উচিত আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রচেষ্টায় একে অন্যকে সাহায্য করা বা যুক্ত হওয়া। যখন কোনো গবেষণা, অন্য দেশের জল-এলাকায় করা হবে, তখন গবেষণাকারীর উচিত সেই সব দেশের জলাশয়ে মাছ ধরা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি আছে তা মেনে চলা। মাছ ধরা এবং এই সংক্রান্ত যে তথ্যাদি তা আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থাকে সরবরাহ করা উচিত এবং তা যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত উৎসাহী দেশসমূহকেও সরবরাহ করা উচিত।

আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

এটা খুব স্পষ্ট যে রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্যসংস্থাসমূহ একে অন্যকে মৎস্যসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করা উচিত। কোনো এক রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থাদি অন্য রাষ্ট্রের সেই সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ

হওয়া দরকার, বিশেষত যখন উভয় রাষ্ট্র একই মৎস্য ভান্ডার থেকে মাছ ধরে। এছাড়াও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের উচিত, মৎস্য বিষয়ক পছন্দ অপছন্দ থেকে একে অন্যের সাথে যে মতান্তর সৃষ্টি হয়, তা কমিয়ে ফেলা। তথাপি যদি কখনো মতান্তরের সৃষ্টি হয়, সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে হবে।

আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে তাঁদের সদস্যদের কাছ থেকে সংরক্ষণ, পরিচালন ও গবেষণার খরচ উঠে আসে। এ ছাড়াও, আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থার কাজে স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত।

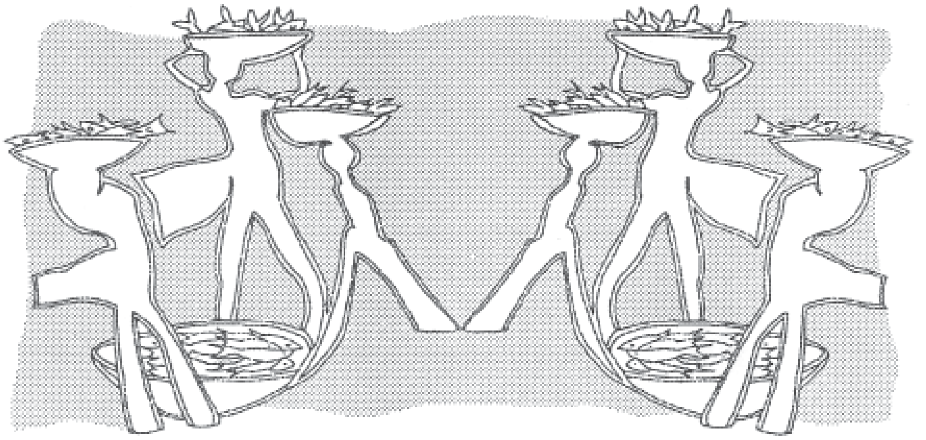

এই সব কিছুর অর্থ কী ?

পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক উৎস্য হিসাবে বছরের পর বছর ধরে মাছ ধরা সম্ভব যদি রাষ্ট্র সমূহের সেই স্থানে, এই সম্পর্কিত প্রাজ্ঞ নীতি থাকে এবং দায়িত্বশীল ভাবে মাছ ধরা এবং সম্পদের ব্যবহার পরিচালিত হয়। অনুরূপ ভাবে, জলজ প্রাণী চাষ বা মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও যে পদ্ধতি পরিবেশের ক্ষতি করবে না, তাকে উৎসাহিত করা দরকার, কারণ এই সমস্ত চাষের অবদান রয়েছে মৎস্যচাষী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সেই দেশের সামাগ্রিক অর্থনীতিতে তা বিশেষ প্রভাব ফেলে।

যদি এই মৎস্য আহরণের দায়িত্বশীল আচরণবিধি, মৎস্য সম্বন্ধীয় কাজ এবং জলজ প্রাণী চাষে যুক্ত মানুষের দ্বারা সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় তাহলে এটা আশা করা যেতে পারে মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান প্রজন্মের এটা নিশ্চিত করা একটা নৈতিক দায়িত্ব, যে তাঁরা তাঁদের অসংযত ও অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মৎস্য সরবরাহের মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে না।

এই দায়িত্বশীল মৎস্য আচরণবিধি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকগণকে মৎস্য ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং সু-সংহত নীতি রূপায়ণ করার আহ্বান জানাচ্ছে যাতে করে এক আরো বলিষ্ঠ, আরো ব্যাপক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই দায়িত্বশীল আচরণ বিধি মৎস্য ভান্ডারের আরো উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করবে, এবং ফলত আরো নির্ভরযোগ্য ভাবে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে মাছের অবদান সুনিশ্চিত করবে ও স্থিতিশীল ভাবে অর্থ-উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

যদি পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে এই মৎস্য আহরণের দায়িত্বশীল আচরণ বিধি অনুসরণ করে, তাহলে ভবিষ্যতের অনেক প্রজন্মের জন্যই যথেষ্ট পরিমাণে মাছের সরবরাহ বজায় থাকবে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ-এ-ও) মৎস্য বিভাগ আশা রাখে এই পুস্তিকাটি আপনার কাছে তথ্যসমৃদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং বিশ্ব মৎস্য কার্য এবং জলজ প্রাণীর চাষের উন্নয়ন ও পরিচালন যাতে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংগঠিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

এই পুস্তিকায় প্রায়োগিক পরিভাষা ব্যবহার না করে মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল আহরণের আচরণবিধির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই আচরণবিধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাপকতর সচেতনতা সৃজন করা এবং সমস্ত ধরণের মাছ ধরা ও জলকৃষি কার্য্যে এই আচরণবিধির ফলপ্রসূ প্রয়োগে উৎসাহিত করা।

এই পুস্তিকা আচরণবিধি হুবহু প্রকাশ করে নি, তবে মৎস্য সম্পদ আহরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার জন্য আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত কিছু জটিল তথ্যাদি অত্যন্ত সরল ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে।

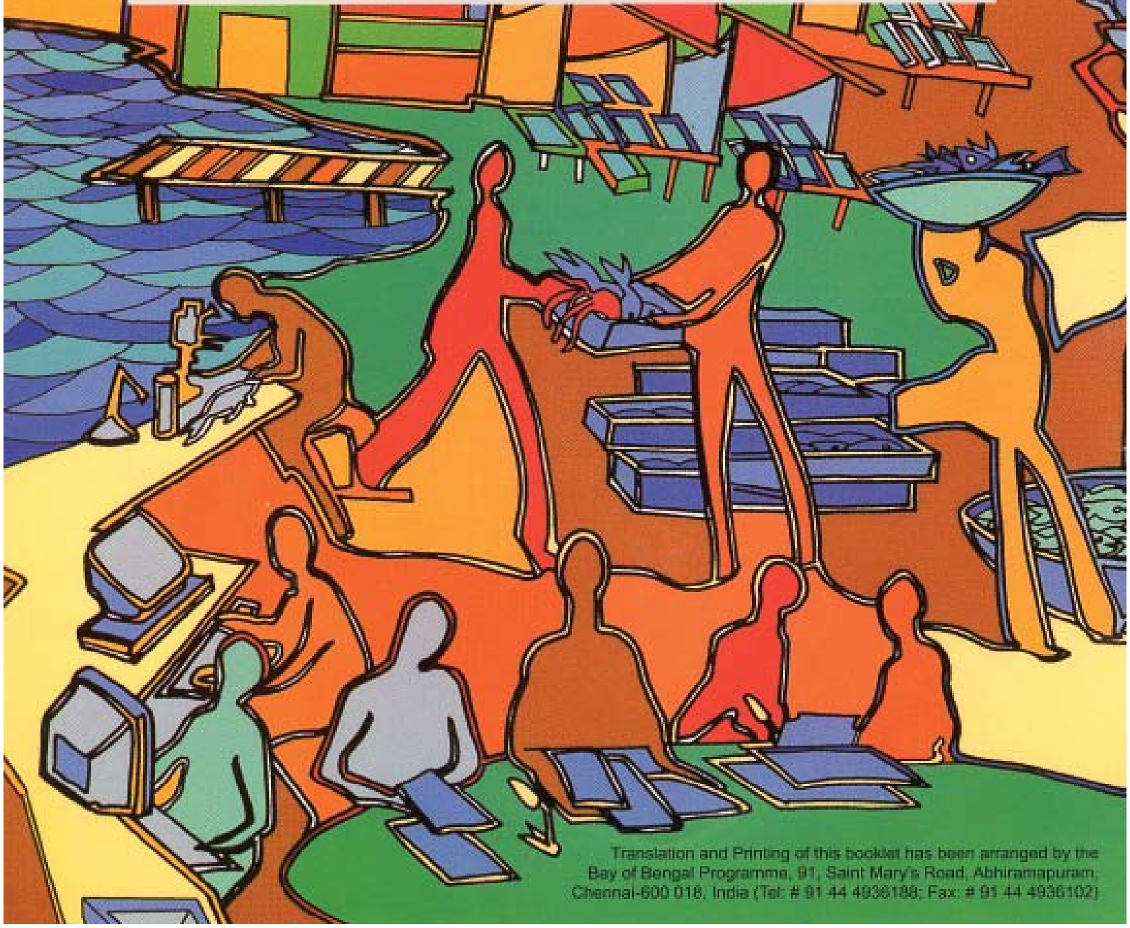

Translation and Printing of this booklet has been arranged by the Bay of Bengal Programme, 91, Saint Mary's Road, Abhiramapuram, Chennai-600 018, India (Tel: # 91 44 4936188; Fax: # 91 44 4936102)